৫৭

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... FEB. 28 1999 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৬ ...

আরো পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট স্থাপন করা প্রয়োজন

দেশের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে রক্তঝরা সংগ্রামের মাধ্যমে ২৭ বৎসর পূর্বে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটিয়াছে। অধিক জনসংখ্যার চাপে জর্জরিত এই দেশে কৃষি উন্নয়নের দ্বারা আপামর জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের সুযোগ অত্যন্ত সীমিত। শিল্প উন্নয়নের দ্বারাই জনগণের ভাগ্য উন্নয়নের ব্যবস্থা করিতে হইবে। একই

...দের প্রতি

...পাঠাইয়া থাকেন। এই কারণে প্রকাশযোগ্য ...না। তাই পত্রে পূর্ণ নাম ও ঠিকানা দেওয়ার ...া যাইতেছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক হইলে ... দিতে হইবে। প্রেরিত পত্র কাগজের এক ...ক রাখিয়া সাধু ভাষায় লিখিতে হইবে।

উদ্দেশ্যে দেশে কারিগরি এবং বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার প্রতি বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান অপরিহার্য। কিন্তু বিগত বৎসরগুলিতে দেশের শিক্ষা খাতের কার্যক্রম পর্যালোচনা করিলে ইহা স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, আমরা কারিগরি শিক্ষা উন্নয়নের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হইয়াছি। দেশে বেসরকারী পর্যায়ে অনেক সাধারণ শিক্ষার, ধর্মীয় শিক্ষার, স্কুল-মাদ্রাসা, কলেজ স্থাপিত হইয়াছে। প্রধানতঃ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি হইতে অনেক সাধারণ শিক্ষার কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে উন্নীত (?) করা হইয়াছে। সাধারণ শিক্ষার বিশ্ববিদ্যালয়ও স্থাপিত হইয়াছে কয়েকটি। অথচ বিগত ২৭ বৎসরে সরকার নূতন পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট স্থাপনে সক্ষম হইয়াছে মাত্র দুইটি। নূতন কোন ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্সটিটিউটও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। দেশে প্রাক-গ্রাজুয়েট স্তরে বহু কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন শিক্ষিত জনশক্তির প্রয়োজন রহিয়াছে। তাহাছাড়া দেশের জনসংখ্যা বিগত ২৭ বৎসরে সাড়ে সাত কোটি হইতে প্রায় ১৩ কোটিতে উন্নীত হইয়াছে। বর্ধিত জনসংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীর সংখ্যাও বহু বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের সংখ্যা কার্যতঃ বৃদ্ধি পায় নাই। ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। আমরা মনে করি প্রতিটি জেলায় অন্ততঃ একটি এবং রাজধানী ঢাকায় আরো চারটি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট স্থাপন করা জরুরী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিষয়টি গুরুত্বের সহিত বিবেচনাকরতঃ প্রয়োজনীয় প্রকল্প গ্রহণের জন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

মোহাম্মদ তাহমিদ আশরাফ,
বাসাবো, ঢাকা।